চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীন পথসভা ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে জনগণের মাঝে তুলে ধরে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে শৈলকুপা নতুন বাজার এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ধলহরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে ও শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার কায়সার টিপুর পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও বিশ্বাস বিল্ডার্সের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলাল। এছাড়াও শৈলকুপা পৌরসভা মেয়র কাজী আশরাফুল আজিম আজম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়মী লীগের সহ-সভাপতি সরোয়ার জাহান বাদশা, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আরিফ রেজা মুন্নু, ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি এ্যাড. আজাদুর রহমান, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান, শৈলকুপা উপজেলা কৃষকলীগর সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য রেজাউল করিম খান, ১১ নং আবাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস, শৈলকুপা পৌর মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ফারুক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়ন সভায় বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় শৈলকুপায় কোন উন্নয়নই হয়নি। শৈলকুপা উপজেলা আওয়মী লীগের নেতা কর্মীরা এই জনপদকে একটি আধুনিক বাসযোগ্য আবাসভুমি গড়ার লক্ষ্যে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচেন নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌাকার মাঝি হিসেবে দেখতে চান।

সমাবেশের প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামীতে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারকে

ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় আবার ভোট দেওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জনগনের উন্নয়নের কথা ভাবেন। তার উন্নয়নে ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে এতে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি নজরুল ইসলাম দুলাল তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল তৈরী করেছেন। অথচ ঝিনাইদহ -১ শৈলকুপা আসন উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক অবহেলিত। আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিলে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগনকে সাথে নিয়ে শৈলকুপাবাসীর কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছে দেবেন। এই গণসমাবেশে অন্যান্য বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে শৈলকুপার নির্যাতিত মানুষের অধিকার ফিরে পেতে, হত্যা ও সন্ত্রাসমুক্ত শৈলকুপা গড়ার লক্ষ্যে আলহাজ¦ নজরুল ইসলাম দুলালকে নৌকার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

নির্ভার আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী, তলে তলে প্রচারে বিএনপিও

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উজ্জীবিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এরইমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তারা। নির্বাচনী কাজের সেই পালে যেন হাওয়া লেগেছে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচারে নেমেছে দলের নেতাকর্মীরা। একই সাথে শুরু হয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির কাজ। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, তলে তলে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে বিএনপিও। দলের নেতাকর্মীদের সাথে সভা, জনসংযোগ করার পাশাপাশি কেউ কেউ পোস্টারও ছেপেছেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলছেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল, নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। এদিকে জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি,

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী।

আওয়ামী লীগের একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নেতারা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তিনি দলের নেতাদের পুরোদমে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেন। এসময় দলীয় সভানেত্রী তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। গত ১৫ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎখাতসহ দেশে যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে তা গ্রামপর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা; বিএনপি মিথ্যার রাজনীতি করে, সেই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যটা মানুষকে জানানো এবং আগামীতেও আওয়ামী লীগ কেন ক্ষমতায় আসতে চায়, কেন মানুষে আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে সে বিষয়টিও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে নির্দশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস নেতাদেরকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় করেছে। তারা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এসব নির্দেশনা বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। দলটির নির্বাচনী ইশতেহারও তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে, কর্মসংস্থান তৈরি, দেশকে আরো বেশি বিনিয়োগবান্ধব করে তোলাসহ নানান বিষয় তুলে ধরা হবে ইশতেহারে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, ‘দেশের ফেরার পর দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা কুশল বিনিময় করেছেন। এসময় নেত্রী কিছু নির্দশনাও দিয়েছেন। আমরা তৃণমূলের কাছে সেই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘যতো বাধা বিপত্তি, ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসুক না কেন, নির্বাচন যথাসময়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণেই অনুষ্ঠিত হবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি না আসলে তারা একেবারে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।’

আওয়ামী লীগের সামনে এখন নির্বাচন ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মাঠ নির্বাচনী কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচনে ভোটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং দেশ পরিচালনার জন্য আবারও কেন আওয়ামী লীগকে দরকার সেটিও মানুষকে

জানাচ্ছি।’ তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিকল্প এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নে, বাংলাদেশকে উন্নয়নমীল রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা নির্বাচনী প্রচারণার পাশাপাশি বিএনপির মিথ্যাচার, আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ঠেকাতে দলীয় নেতাকর্মীদের রাজপথে সক্রিয় থাকার নির্দেশনাও দিয়েছি। বিএনপি-জামায়াত জোটের অপকর্ম ঠেকাতে আমরা সব সময় রাজপথে আছি।’ নির্বাচন পর্যন্ত রাজপথ দখলে রেখে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার কথা বললেও ভিতরে ভিতরে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করছে বিএনপিও। দেশের অনেক সংসদীয় আসনে বিভিন্ন দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টারও। বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিএনপি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে যে রোড মার্চ, সভা- সমাবেশ করছে এর মধ্য দিয়ে দলটি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে বিএনপি ভোটে অংশ নেবেনা। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের মতো বর্তমান সরকারের অধীনে শেষ মুহূর্তে যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে তারও বিকল্প প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের জন্য সব সময় প্রস্তুত। নির্বাচনের জন্য আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। বিএনপি যে কয়েকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে সেটাও নির্বাচনের মাধ্যমেই। এখন বিএনপির চলমান আন্দোলন যেটাও অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

এছাড়া জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনএফসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলও এখন নির্বাচনমুখী। এসব দলের নেতাকর্মীরাও মাঠ পর্যায়ে তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের একাংশের বর্ধিত সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন ‘যারা দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করে দলকে ছোট করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হবে। একটি বড় দলে নেতাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে, সেটা দলীয় ফোরামে প্রকাশ করার জন্য আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। গতকাল যারা সংবাদ সম্মেলন করেছে তারা দল বিরোধী কাজ করেছে উপরন্তু আরও ঘোষণা দিচ্ছে ভবিষ্যতে আবারো করবে। ‘

৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার হল রুমে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন।

৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দিতে জেলা আওয়ামী লীগের একাংশ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। সেই মত বিনিময় সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অপরাংশের আায়েজনে জেলা আওয়ামী লীগের এই বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে(ভার্চুয়ালি) বিশেষ বর্ধিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,মহজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,

শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাসলিমা খাতুন প্রমূখ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, ‘যারা দল বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন এবং দলবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের সকল বক্তব্য রেকোর্ডেড। এগুলোসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে খবর এসেছে সেগুলোও দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। গতকাল সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য দিয়েছেন কাউন্সিলে মাত্র একটি ভোট পেয়েছিলেন। জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন। আমরা যদি একটু খোঁজ নেই তবে দেখতে পাবো তার শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু। আগামী নির্বাচনে আমরা মেহেরপুরে দুইটি আসন থেকেই নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করব।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভাতে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। সে সময় তারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

খালেদা জিয়ার ‘শর্তহীন’ বিদেশ যাত্রা কেন চায় বিএনপি?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দুই মাস ধরে হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা সংকটাপন্ন। প্রায়ই তাকে সিসিইউতে নেওয়া হচ্ছে। তারা মনে করছেন, দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা দিলে তিনি সেরে উঠতে পারেন। যদিও আইনত তার এখন বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি যেতেই হয় তাহলে আদালতের মাধ্যমে তাকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সেই অনুমতি চাইতে হলে আগে কারাগারে ফিরতে হবে। কারণ ইতোমধ্যে তিনি একটি সুবিধা নিয়েই সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ বাসায় অবস্থান করছেন।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কোনও শর্ত মেনে বিদেশে যেতে নেতাদের রাজি হতে বারণ করে দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন। প্রশ্ন হলো, কেন তিনি শর্ত ছাড়া যেতে চান। বিএনপিইবা কেন বা কোন যুক্তিতে তাদের চেয়ারপারসেনকে বিনাশর্তে বিদেশে নিতে চান। শুরু থেকেই বিএনপির আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে, সরকার চাইলে তাকে মুক্তি দিতে পারে। বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারে।

যদি ধরেও নিই সরকার চাইলে পাঠাতে পারবে। কেনো পাঠাবে? বিএনপি কি সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে? বিএনপি কি খালেদা জিয়ার শারিরীক পরিস্থিতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলাপে বসতে চেয়েছে? আদালতের বাইরে নির্বাহী আদেশে সরকার প্রধান প্রথম দফা খালেদা জিয়াকে নিজ বাসভবনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলো। দ্বিতীয় দফাও সেভাবে কিছু করার সুযোগ সরকার কেনো নিবে? আদালতের বাইরে একাধিকবার এই পদ্ধতি অবলম্বন অন্য কারাবন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে কি? বিএনপি নিশ্চয় একবারের জন্যও সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন না।

৪০১ ধারার ক্ষমতাবলেই নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ২০২০ সালের মার্চে খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেয় সরকার। নতুন আবেদনের বিষয়ে আইনমন্ত্রী জানান, একই আবেদন বারবার নিষ্পত্তির সুযোগ নেই। এটি একবারই নিষ্পত্তি হয়। ফলে খালেদা

জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হলে পুনরায় জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ফৌজদারি কার্যধারার ৪০১ এর একটি উপধারা অনুযায়ী দুটি শর্তে তাকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো সে আদেশও তারা বাতিল করবেন না জানিয়েছেন। ফলে সরকারের যে নির্বাহী আদেশে মিসেস জিয়া শর্তসাপেক্ষে বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই আদেশ বাতিল না করলে তার আপাতত জেলেও ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন সরকার কোন জায়গা থেকে বিনাশর্তে তাকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করবে?

একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে বিনাশর্তে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিলে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে? তিনি চিকিৎসা শেষ করে ফিরবেন তার নিশ্চয়তা থাকে না। এর আগেও এমন বহু নজির আছে যারা অপরাধ করে দেশত্যাগ করেছেন এবং তাদের আর ফেরানো সম্ভব হয়নি। সরকারের সাথে আলাপকালে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা উত্থাপিত হলে বিএনপি থেকে জানানো হয় জার্মানিতে যেতে চান তারা। সেখানে ইনটেনশনটা পরিস্কার হয়। তারা এমন জায়গায় যাওয়ার নিশ্চয়তা চান যাদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি বাংলাদেশের নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনি শরিফুল হক ডালিম, মোসলেম উদ্দিন, রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীর অবস্থান প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হলেও তাদের ফেরত আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েও কোন উপায় বের করা যায়নি। নূর চৌধুরী কানাডায়, রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে, শরিফুল হক ডালিম স্পেনে এবং মোসলেম উদ্দিন জার্মানিতে আছেন বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। আর খুনি খন্দকার আবদুর রশীদ ও আবদুল মাজেদ কোথায় আছেন সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমান মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এরপর তার বিরুদ্ধে করা মামলায় সাজা হলে তাকে ফেরানোর কথা ওঠে। কিন্তু লন্ডন থেকে তাকে ফেরানোর কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরানো নিয়ে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান, তারেক যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিসটেন্স বা এক্সটাডিশন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি।

এতগুলো উদাহরণ যখন সামনে আছে তখন বিনা শর্তে কেনো খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিতে চান বিএনপি নেতারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা যদি তার মঙ্গল কামনা করতেন তাহলে অবশ্যই যে দেশেই চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো সেখানে নিতে চাইতেন। সেখানে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পাওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য হতো। তারা শুরু থেকেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি করে এসেছে। সেখানে সরকারকে বিপদে ফেলার ইনটেনশন যতোটা ছিলো, খালেদা জিয়াকে সারিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ততটো ছিলো কিনা সে প্রশ্ন করা এখন সময়ের দাবি।

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যে সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ১৬ দিনের সরকারি সফর শেষ করে দেশে পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট (বিজি-২০৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দর থেকে গণভবন পর্যন্ত তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল আওয়ামী লীগ। তবে তাতে সম্মতি দেননি প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান, নেতা-কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রী তাতে রাজি হননি।

জনগণের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে সংবর্ধনা না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজধানীবাসী। তারা বলছেন, এমনিতেই ঢাকায় যানজটের মধ্যে চলাচল করতে হয়। এরপর কোন সমাবেশ বা সংবর্ধনা থাকলে সেইদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকতে হয়্ এমন পরিস্থিতিতে সরকারপ্রধান বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ায় তারা খুশি।

বৃষ্টি এবং কর্মদিবস হওয়ার পরেও বুধবার ঢাকার রাস্তা তুলনামূলক ফাঁকা ছিলো। মিরপুর থেকে মতিঝিল অফিস করেন সাকিলা জাহান। তিনি আজকে যানজটের ভোগান্তিতে পড়তে পারেন ভেবে রাস্তায় বের হয়েছিলেন। বিজয় স্মরণির সিগন্যালে অপেক্ষমান অবস্থায় তিনি বলেন, ‘আমার খুব ভালো লেগেছে শেখ হাসিনা এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। আমরা সাধারণত এমন নজির কম দেখতে পাই। তার জনগণ রাস্তায় কষ্ট পাক এটা তিনি চাইবেন না এটাই স্বাভাবিক।’

বেলা ১২টা থেকে একটা ঢাকা বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করে দেখো গেছে অন্যদিনের থেকে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক ছিলো। ঢাকায় বিভিন্ন রাস্তা যদি না আটকানো হয় তাহলে জনমনে কিছু স্বস্তি থাকে উল্লেখ করে বাসচালক রবিউল বলেন, আজকে ফাঁকা আছে রাস্তা। পথে তেমন কোথাও অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে ঢাকায় এতো হয়রানি হওয়ার কথা না।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার সকালে দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী। এবারের সফরে প্রধানমন্ত্রীর অর্জন অনেক। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন ছাড়াও ৬ টি আন্তর্জাতিক ফোরামে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেকগুলো দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বিভিন্ন ফোরামে কথা বলেন বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে। শুধু বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার নেতা নয়, গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্বের আসনে এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কমিউনিটি ক্লিনিকের বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন এবং এ মডেলকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বিষয়ে ‘শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ অফ কমিউনিটি ক্লিনিক’ বিষয়ক হাইলেভেল সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভূঁয়সী প্রশংসা করেন বিশ্বনেতারা। বিশ্বের নারী নেতাদের সংগঠন ইউএনজিএ প্ল্যাটফর্ম অব উইমেন লিডারদের বার্ষিক সভায় জাতিসংঘ মহাসচিব পদে নারী নেতৃত্ব দেখার আকাঙক্ষা সাড়া ফেলে। জলবায়ু ন্যায্যতা বিষয়ক সভায় প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল সাউথকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা জানান। উল্লেখ্য জাতিসংঘের জলবায় সম্মেলনগুলোতে এলডিসি’র নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বাংলাদেশ। এবারে বিবিএনজে চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী। যোগ দেন ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ বিষয়ক সম্মেলনে। উজরা জেয়ার সাথে সাক্ষাতে রোহিঙ্গাদের জন্য ১২০ মিলিয়ন ডলার সহযোগিতার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। রোহিঙ্গা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করে বাংলাদেশ। ২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর বাইরে গণমাধ্যমে এবং সংবাদ

সম্মেলনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এই সফরে ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক (ডিজি) টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিসের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হু মহাপরিচালক সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ইউএনজিএ’র ৭৮তম অধিবেশনের সাইডলাইনে ‘শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ অফ কমিউনিটি ক্লিনিক : ইনোভেটিভ এপ্রোচ এচিভিং ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ ইনক্লুসিভ অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি’ শীর্ষক উচ্চ-স্তরের সাইড-ইভেন্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে তিনি বলেন, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের চাবিকাঠি। একই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে, তিমুর-লেস্তের রাষ্ট্রপতি ড. হোসে রামোস হোর্তা ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করন। এদিন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল মারিয়ানো গ্রসি শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ওপর জোর দেন এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও অপ্রসারণে বাংলাদেশের অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

দিনশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা এবং ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর সায়মা ওয়াজেদ এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরের সম্মেলন কক্ষে মহামারী প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া (পিপিপিআর) বিষয়ে ৭৮তম ইউএনজিএ উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরে মহামারী প্রতিরোধের অংশ হিসেবে একটি বৈশ্বিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। একই দিনে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে

প্রতিনিধিরুমে ইউএনজিএ প্ল্যাটফর্ম অব উইমেন লিডারদের বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বক্তৃতায় তিনি বলেন, “আমাদের কর্মকান্ডকে অংশগ্রহণ থেকে নেতৃত্বে উন্নীত করতে হবে এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে অবশ্যই উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। এটা দুঃখজনক যে জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে এখন পর্যন্ত কোনো নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সময় এসেছে, আমরা শিগগিরই একজনকে পাবো।”

একই দিনে ইসিওএসওসি চেম্বারে ‘জলবায়ু ন্যায্যতা প্রদান: ত্বরান্বিত উচ্চাকাক্ষা এবং অভিযোজন ও সবার জন্য প্রাথমিক সতর্কবার্তা বাস্তবায়ন’ শীর্ষক জলবায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা শীর্ষ সম্মেলনের উচ্চ স্তরের বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন তিনি। বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আসন্ন সংকট এড়াতে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, “আমরা আশা করি বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং আসন্ন সংকট এড়াতে তাদের ন্যায্য অংশীদারীত্বের বিষয়ে সৎ থাকবে।”

একই দিনে জাতিসংঘ সদর দফতরের দ্বিপাক্ষিক বুথে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য অংশীদারিত্বের (পিএমএনসিএইচ) চেয়ার হেলেন ক্লার্কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জলবায়ু সংকট থেকে উদ্ভূত সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ’ বিষয়ে এসডিজি-৩ সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২১ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের সম্মেলন কক্ষে ‘ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (ইউএইচসি)’ বিষয়ক ইউএনজিএ উচ্চ-স্তরের বৈঠকে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক, নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল উজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বৈঠকে উজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

একই দিনে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ‘তারা কি আমাদের ভুলে গেছে?’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক ইভেন্ট আয়োজন করে। ইভেন্টটি সঞ্চালনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের কাছে চারটি প্রস্তাব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘মিয়ানমার থেকে উদ্ভূত এই (রোহিঙ্গা) সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো বহুগুণ বাড়াতে হবে, সব বিকল্পের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনই সবচেয়ে কার্যকর।’

২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ জাতিসংঘ সদর দফতরের জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ পরিহার করে মানবজাতির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

২৩ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক মেট্রাপলিটন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ইনশাআল্লাহ। শেখ হাসিনা প্রশ্ন রাখেন, বিএনপি কী আসলেই নির্বাচন চায়? তাদের নেতা কে? তারা ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোট পায়নি এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেনি। এদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। পরে লন্ডনে বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন প্রধানমন্ত্রী

ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার

দাবী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে আগামী সংসদ নির্বাচন ে◌েদলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা ঘোষণা করেছেন নেতারা।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে দূর্বলকারী, দল ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিরোধী চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের ভীতি প্রদর্শণ ও ইউনিয়ন নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয়ের কুশিলব ,দুর্নীতি , স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক করণের একমাত্র দলবিরোধী সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী জানান নেতারা।
সভাপতির বক্তব্যে মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে এক ব্যক্তি ঘরবন্দী করে রেখেছেন। তবে সময় এসেছে আওয়ামী লীগকে আবার রাজপথে সক্রিয় করার। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় দলের ত্যাগী নেতা–কর্মীরা ছিটকে পড়েছেন। এর সুযোগ নিয়েছে বিএনপি–জামায়াত। আগামী সংসদ নির্বাচনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ফরহাদ হোসেনকে আবার মনোনয়ন দিলে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর পক্ষে কাজ করবেন না।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, নৌকার মাঝি পছন্দ না হলে আমি ননৌকায় ভোট দেব না, আর যদি পছন্দ হয় তাহলে স্বর্বস্ব দিয়ে নৌকার বিজয় ঘরে তুলবো।

সদর
উপজেলা
আওয়ামী
লীগের
সাবেক
সভাপতি
গোলাম
রসুল
বলেন,
‘সারা
জীবন
আওয়ামী
লীগের জন্য জেল–জুলুম, বোমা হামলার শিকার হয়েছি। এরপরও আমি নাকি আওয়ামী লীগের কেউ না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নিজের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে দল চালান। সেখানে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতারা ঠাঁই পান না। যখন নির্বাচন আসে তখন তিনি দল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে কাউকে মনে রাখেন না। প্রধানমন্ত্রীর কছে আকুল আবেদন, এমন নেতাকে যেন মনোনয়ন না দেওয়া হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে যে কাউকে মনোনয়ন দিলে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা এক হয়ে কাজ করবেন।’

সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক এম এ এস ইমন বলেন, যারা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে দুর্দিনে ধরে রেখেছে তারা আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। স্বসম্মানে আপনার সরে যাওয়া উচিৎ। মুজিবনগরকে শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারাদেশে যে উন্নয়ন তারই রুটিন উন্নয়ন হয়েছে মেহেরপুরে।পৌর কলেজের ফান্ড থেকে ২৫ লাখ টাকা নিয়েছেন সরকারি হয়নি। নিজের বাপের নামে কলেজের নামকরণ করেছেন।
আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমাদের মেহেরপুরকে দেখে যান, আপনার প্রাণের সংগঠনের কি অবস্থা করে রেখেছে দেখে যান।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দুসময়ে যারা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়েছিলো তারাই আজ এই মঞ্চে দাড়িয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভা, সদর উপজেলা, মুজিবনগর উপচেলায় আওয়ামী,লীগের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। নেতাকর্মীরা এই সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথ্কেথা বললে তার মানরচলে যায়। বিএডিসির লেবারকে কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার দুর্দশাব শেষ নেই। মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে এখনো পর্যন্ত বাধা দিয়ে যাচ্ছেন।

জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়সমিন বলেন, আপনারা স্বামী স্ত্রী ২০১৪ সালের আগে কোথায় ছিলেন। আমরা ভোট চেয়ে আপনাকে নির্বাচিত করেছি। আপনার মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন।
জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, ফরহাদ হোসেনের ভাই মৃদুল আমাদের সংখ্যালঘু যুবলীগ সদস্যর ১ কোটি ৮০ লাখ টাবি আত্মসাৎ করে তাকে পথের ভিখারি বানিয়েছেন।

যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বলেন, নারী জারেণের অগৃদুত সেজেছেন । আপনি তো মেহেরপুরের ক্যাসিনো রানি। ৬৩ জেলার ছেলেদের চাকরি হয়, মেহেরপুর জেলার ছেলেদের চাকরি হয় না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুল, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন,, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। বিশেষ মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন
এদিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যলয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁর পক্ষের নেতা- কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ফরহাদ হোসেন ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ফরহাদ হোসেনের বড় ভাই ইমতিয়াজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীনের নির্বাচনী কর্মী সমাবেশ ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্বে নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন বলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোটার এর ভিতরে নারী ভোটার প্রায় তিন লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদর্শনায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃত্ব আমরা সকল নারীকে ঘরের বাইরে এনে নারী জাগরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরেন ও লিফলেট বিতরণ করেন এবং আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি- পূর্ণিমা হালদার,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সহ ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীন পথসভা ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।